R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ৩৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১২ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

ভাঙ্গন ঠেকাতে ২ লক্ষ টাকার বালির বস্তা তলিয়ে গেল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা গ্রামে পদ্মার ভাঙ্গন ঠেকাতে বালির বস্তা জলে ফেলে প্রায় ২ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে বলে সংবাদে জানা যায়। কিছুদিন পূর্বে পদ্মার ভাঙ্গনে ভীত খেজুরতলার গ্রামবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন স্থানীয় এম, এল, এ হাবিবুর রহমান। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের জি, এম অস্থায়ী ভাঙ্গন-রোধে বালির বস্তা জলে ফেলার কাজে ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। আরও জানা যায়, ত্বরিত গতিতে কাজ শুরু করতে জি, এম নিজ ক্ষমতায় বিনা টেণ্ডারে মীনা কনস্ট্রাকশন নামীয় এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ঐ কাজের ভার দেন। এবং প্রযুক্তিবিদদের নির্দেশমত প্রায় ৭৫ হাজার সিমেন্টের বস্তায় বালি ভর্ত্তি করে নদীর তীরের কাছে জলে ফেলার আদেশ দেন। তাঁদের মতে ঐ কাজ সঠিকভাবে করলে অন্ততঃ কিছুদিনের মত ভাঙ্গনরোধ করা যাবে। সামনের বছর স্থায়ীভাবে পার বাঁধানোর কাজ করারও সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কাজ সঠিকভাবে হয়নি বলে স্থানীয় জনগণ জানান। তাঁরা অভিযোগ করেন, বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ও কত পরিমাণ বালি বস্তায় ভরতে হবে এসব জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়। সে কারণে সঠিক কাজ হচ্ছে কিনা তা তাঁরা জানতে অপারগ হন। এই প্রতিবেদক ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অফিসে ঘোরাঘুরি করে উপরিউক্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। পরবর্ত্তীতে গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারেন ঠিকাদারী সংস্থা বস্তায় খুব কম বালি ভর্তি করে জলে ফেলেন, এমনকি ৭৫ হাজারের অনেক কম বস্তা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বিশেষজ্ঞ বাড়ছে, কমছে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল সম্বন্ধে বহু অভিযোগ আমরা এর আগে প্রকাশ করেছি। এখনও এই হাসপাতালে রেডিওলজিষ্ট, এ্যানাসথেসিষ্ট, প্যাথোলজিষ্ট-এর অভাব পূরণ হয়নি। বর্তমানে ডাক্তারের সংখ্যা ১৫-১৬ জন, নার্স ও রয়েছেন ৪০ জনের মতো। রয়েছে সুবিশাল বিল্ডিং। প্রশস্ত ওয়ার্ড ঘর। রোগীর সংখ্যা গড়ে ২৫০ জন। অতএব চিকিৎসার বা সেবার কোন ত্রুটি নেই। ডাক্তার বা নার্সদের ব্যবহারের বিরুদ্ধেও সে রকম কোন অভিযোগ পাওয়া যায় না। বরং অনেকের ভদ্র ব্যবহারের প্রশংসা করেন রোগীরা এবং স্থানীয় মানুষজন। কিন্তু শুধু ভদ্রতায় বা সেবায় তো রোগ সারে না। প্রয়োজন হয় ওষুধপত্রের, রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির, প্রয়োজনে সদর হাসপাতালে তাড়াতাড়ি রোগী পাঠাবার ব্যবস্থা। দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এ সব কটিরই অভাব দেখা দিয়েছে এই মহকুমা হাসপাতালে। বড় দুটি এক্সরে মেসিনই কয়েক মাস ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলি সারাবার কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট ১টি মেসিনে কোন রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। জীবনদায়ী ওষুধপত্রের কোন নিয়মিত সাপ্লাই নেই। মাঝে ষ্টেবিলাইজের অসুবিধা থাকায় ডাক্তাররা সমস্ত অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স আজও ভালো হয়নি। ভাড়া করা জিপে রোগী স্থানান্তরিত করতে হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পুরসভার ঘাটের ডাক কমে যাওয়ার রহস্য কোথায় ?

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৩ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর পুরসভার ফেরী ঘাট দুটির নিলাম ডাক হয়। কিন্তু ডাক শেষতক ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার বেশী না হওয়ায় পুর কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষমতা-বলে ঐ ডাক বাতিল করে দেন এবং পুনরায় ডাকের কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ডাককারীরাও নিজেদের মধ্যে এক গোপন সমঝোতায় ডাক যাতে আর না বাড়ে তার ব্যবস্থা করেন। পরে পুরসভার কয়েকজন কমিশনারের সাক্ষাতে জনৈক ডাককারী বর্তমান ঘাট ইজারাদার অশোক জৈনকে বাৎসরিক ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

হত্যার অভিযোগে হোমগার্ড গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি : গত ১৪ ফেব্রুয়ারী মোরগ্রাম ক্যাম্পের হোমগার্ডের বন্দুকের গুলিতে কুখ্যাত ডাকাত পাঁচুন ঠাকুর নিহত হয়। উক্ত হোমগার্ড আলাউদ্দিনের সহযোগী নিরঞ্জন মণ্ডল অভিযোগ করে—আলাউদ্দিন পাঁচুন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে ও তাঁকে মুক্তি দেবার সর্ত্ত স্বরূপ ২০০ টাকা দাবী করে। টাকা দিতে না পারায় সে পাঁচুন ঠাকুরকে গুলি করে হত্যা করে। নিরঞ্জন এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে তাকেও প্রাণের ভয় দেখিয়ে বুকে বন্দুকের নল চেপে ধরে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ হত্যার অভিযোগে আলাউদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে তার বন্দুক পোষাক প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করে নেয় ও তাকে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়।

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৩ সাল

প্রবেশ নিষেধ

এমন কিছু সরকারী, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যান্তরের যাহাই হউক না কেন, স্থান আছে, সেখানে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশ চলে না। তাহাতে অনেক অসুবিধার প্রশ্ন থাকে, বিশেষ করিয়া নিরাপত্তার দিক বা কাজকর্মের দিক দিয়া। কিন্তু সময় সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ব্যক্তি যে সেখানে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন না, এমত আশা নিশ্চয়ই করা যায় না।

ফরাক্কার এন. টি, পি, সি-তে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী উপরিলিখিত কারণে সিটু কর্মচারী ইউনিয়নের সভ্যেরা বিক্ষুব্ধ হইয়া মেন গেট অবরোধ করেন। সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় এম, এল, এ আবুল হাসনাত গাড়ী লইয়া এন, টি, পি, সির মেন গেটে আসিয়া তাঁহার দেহরক্ষীকে ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইতে পাঠান। কিন্তু সি, এস, এফ-এর অফিসার শেষ পর্যন্ত এম, এল, এ সাহেবকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন নাই।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিটু কর্মীরা প্রতিবাদ স্বরূপ মেন গেট অবরোধ করেন এবং এহেন ব্যবহারের প্রতিকার দাবী করেন। অবস্থা উত্তরোত্তর তুঙ্গে উঠিলে এন, টি, পি, সি প্রকল্পের জি, এম এবং সি, এস, এফ-এর কমাণ্ডেণ্ট বিক্ষোভকারীদের নিকট এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অপরাধীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন। অবস্থা তখন শান্ত হয়। জি, এম এবং সি, এস, এফ এর কমাণ্ডেণ্ট পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু উক্ত ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে ৩/৪ ঘণ্টা মেন গেট বন্ধ থাকায় বহু অফিস কর্মী বাহিরে জলযোগের জন্য যাইতে পারেন নাই। ইহা নিশ্চয়ই অসুবিধার কারণ। তাহা ছাড়া, সি, এস, এফ কর্মীদের যে আচরণ বিক্ষোভের কারণ হইতে পারে, তাহা অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। কোন বিশেষ কারণে পদস্থ কেহ ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাহা দেওয়া হইবে না, ইহাই বা কী রকম। সি, এস, এফ, কর্মীদের উপর নিরাপত্তার ভার দেওয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের বিষয়টি ভালভাবে পর্যালোচনা করিবেন, ইহাই কাম্য। তাহা না করিয়া 'অন্দর মে জানা মনা হ্যায়—এই একতরফা ঘোষণা সমীচীন নহে। আমরা আনন্দিত যে, পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে নাই।

ভিন্নচোখে

শীতের দিনগুলি কেমন যেন এক জড়তার নির্মোকে ছিল আচ্ছন্ন। মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে শুরু হয়ে যায় পাতা ঝরানোর কাজ। প্রকৃতির আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে রঙের মাধুরী।

নবীন পল্লবে—

সাজিয়াছে তরুরাজি। ঝেড়ে দিল কবে পুরাতন জীর্ণপত্র। শীতল বাতাসে বাতাবি ফুলের গন্ধ ধীরে ভেসে আসে আমারই গবাক্ষপথ; ঘন কুহু রবে মুখরিত আম্রবন—বসন্তই হবে।

মন হয়ে পড়ে আনমনা। চেনা-জগৎ থেকে অচেনা জগতে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। পাখির কাকলী ফুলের সমারোহে এক অপূর্ব বাতাবরণ। আমের মঞ্জরী। রাঙ্গা কৃষ্ণচূড়ার স্তবক। লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে নীল দিগন্তে। জীবনের বসন্তের ঘরে জমে শূন্য। প্রকৃতির কাজ চলে তার নিজস্ব গতিতে। জীবন চলে এগিয়ে। সময় থেমে থাকে না।

বসন্তের এই মায়াবী পরিবেশ মানুষকে যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায় একদিন প্রতিদিনের জগৎ হতে। টেনে নিয়ে যায় জীবনের অভ্যস্ত সীমানার বাইরে—'যেখানে হারিয়ে যাওয়ার নাই মানা।'

মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দলত্যাগ প্রসঙ্গে

আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ৪ ফেব্রুয়ারী 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'আর-এস-পি-তে ভাঙ্গন' শিরোনামায় আমার সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সে সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু আমাকেই নয়, আমার প্রিয় দল আর, এস, পি-কেও অপমান করা হইয়াছে। আমার প্রিয় দল 'আর, এস, পি' এর প্রতি আমার যথোচিত আনুগত্য আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ধুলিয়ান নন্দলাল সরকার

১৯-২-৮৭

ধর্মের নামে জুলুমবাজী

জঙ্গিপুর সংবাদের ২১ মাঘ সংখ্যায় উক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে সংবাদটি সম্পূর্ণ অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ছোটকালিয়াই হিন্দু মিলন মন্দিরের একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে বলতে পারি এরূপ ঘটনা অর্থাৎ জোর করে চাঁদা আদায়, জায়গা বেদখল বা গাছের ফল পাড়ার কোন ঘটনা ঘটেনি। সংবাদদাতা ক্ষতিগ্রস্তদের নাম জানাতে অপারগ বলেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ঘটনার বিকৃত তথ্য সরবরাহ করেছেন। হিন্দু মিলন মন্দিরকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ মিথ্যা অভিসন্ধিমূলক ঘটনা সরবরাহ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অচ্যুতচরণ দাস

সাধারণ সদস্য

ছোটকালিয়াই হিন্দু মিলন মন্দির

[শ্রীসরকার ধুলিয়ান শপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের টি, ইউ, সি-র সাথে সংযুক্তির কোন প্রতিবাদ করেননি। অতএব ঐ সংবাদ যে সত্য তা মেনে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। আবার আমরা সংবাদ পেয়েছি তিনিই ঐ ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক পরিচালিত টি, ইউ, সি-র সংস্থা হিসাবে শপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও তার সম্পাদক হিসাবে শ্রীসরকারের নির্বাচনকে দলত্যাগ ছাড়া কি ভাবা যেতে পারে।

সঃ জঃ সঃ]

কোন দুর্নীতি হয়নি

মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মধু বাগ জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ন্ত রায় ও আর, এস, পির শিবু সান্যালের এক বিবৃতি মারফৎ জানাচ্ছেন যে 'বর্তমান' পত্রিকার ১৬ জানুয়ারী সংখ্যায় জেলার সাম্প্রতিক শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে আর, এস, পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক বিক্ষুব্ধ বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা আরোও জানান, ঐ নিয়োগে কোন দুর্নীতি হয়নি ও সবরকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর পরই স্থির হয় যে সংগঠক শিক্ষকদের নিয়োগের দাবী বিবেচনা করা হবে না। বর্তমানে সে নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই সংগঠক শিক্ষকদের দাবী বিবেচিত হবার কোন প্রশ্নই উঠেনি ও বিক্ষোভের কারণও ঘটেনি। তাঁদের জড়িয়ে এই মিথ্যা কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

শহরে ছাত্র ভর্তি সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট রাজা রামমোহন বিদ্যানিকেতন

বিশেষ প্রতিবেদক : কয়েক বছর ধরে বাড়তে বাড়তে বর্তমানে বিদ্যালয়ের স্বল্পতার জন্য ছাত্রভর্তি এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিয়ে স্থানীয় পত্র পত্রিকাগুলিতে লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু শুধু সরকারী নির্ভরতায় এ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় বুঝে কিছু শিক্ষিত তরুণ ১ বছর পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে তাঁদের স্কুলগৃহে সকালে রাজা রামমোহন বিদ্যানিকেতনের কাজ শুরু করেন। সেই সময় থেকে শিক্ষিত ওই সব তরুণ তরুণীরা বিনা পারিশ্রমিকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে ঐ বিদ্যানিকেতনে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশ ভালই হয়েছে। এ বৎসর ছাত্রছাত্রীর চাপে পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীতে দুটি করে সেকশন চালু করতে হয়েছে। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও সুষ্ঠুভাবে গত ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিবেদক সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তাঁদের উৎসব পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তিনিও চান স্কুলটি সুপ্রতিষ্ঠিত হোক ও সরকারী অনুমোদন পাক। কিন্তু অনুমোদন পাবার প্রধান অন্তরায় বিদ্যানিকেতনের নিজস্ব জায়গা ও শ্রেণীঘর না থাকা। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বিদ্যানিকেতনের বর্তমান সভাপতি পৌরপিতা পরমেশ পাণ্ডে জানান—পুরসভা থেকে তিনি বিদ্যানিকেতনের নিজস্ব জায়গা দেবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি আলোচনাকালে বলেন এস, ডি, ও অফিসের সম্মুখে যে পার্কের স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে তার উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ খালটি পুরসভা বিদ্যা- (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

NTPC

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun–742236 Dist. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

Materials Department

Tender No. FS : 42 : MD : SDO-1 : 87 Date : 17-2-1987

Sealed Tender are invited from experienced materials handling clearing & transport contractor for working in NTPC/FSTPP Pvt. R'y. Sdg. inside plant site at Farakka for a period of one year. The tenderers should have sufficient past experience and full knowledge of working both in commercial and operational rules of Pvt. Rly. Sdg. of Industrial/organisation of similar nature. Scope of work includes (i) collection of RRs, taking delivery and handling of steel cement and misc. items like G. I. Pipes, CI Pipes and fittings cable drums, RCC Pipes, lubricants and chemicals as well as power plant equipments and spares including transportation at stores/yard & (ii) loading, unloading & stacking of incoming outgoing consignments at NTPC stores/yard, carried by road by different transport contractors.

The Terms & Conditions :

1) Tender documents can be had on request by post or in person on payment of Rs. 100/- by Bank Draft on State Bank of India, Farakka Indian Postal Order in favour of NTPC, Khejuriaghat Post Office or on cash payment at our Cash Section. Money order shall not be acceptable.
2) Request/Application for tender documents shall be supported with credentials/documents indicating that the applicant is a bonafied/experienced material handling contractor & executed similar jobs without which tender documents will not be issued.
3) Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site condition, before tendering.
4) The above description of work is only indicative and full details are given in the Tender documents.
5) Bidders shall have deposit an earnest Money for Rs. 25,000/- without which the Tender will be rejected outright.
6) The Bidders shall have to submit the latest Income Tax Clearance Certificates alongwith the Bid failing which the offers may be ignored.
7) NTPC reserves the right to accept/reject any application for Tender documents without asigning any reason.
8) Tender documents will be available from 1-3-87 to 17-3-87 during Office hours except Sundays and holidays.
9) Offers will be opened in the office of Chief Materials Manager/FSTPP at 10-00 A. M. on 18-3-87 in presence of intending authorise tenderers, who may like to attend.
10) NTPC/FSTPP reserves the right to accept/reject any or all tenders without assigning any reasons whatsoever.

Chief Materials Manager

ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নিকেতনকে দান করে দেবে। সেই খাল ভর্ত্তি করে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের ভার নিতে পুরসভা পারবে না। কেন না তা আইনতঃ সম্ভব নয়। বিদ্যানিকেতনের উৎসাহী তরুণ শিক্ষকদের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তাঁরা বলেন, পুরসভা তাদের জায়গাটি দান করলে তাঁরা শহরের মানুষজনের কাছে সাহায্য তুলে এবং লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সাথে কথাবার্তা বলে কক্ষ নির্মাণের ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে আশা রাখেন। এই প্রতিবেদকও মনে করেন তরুণরা যে রকম উৎসাহ ভরে কাজ চালাচ্ছেন তাতে তাঁরা সফল হবেন। তাঁরা খুব শীঘ্র রাজা রামমোহনের জন্মদিন উৎসব পালন করতে মনস্থ করেছেন। তার পূর্বেই যদি পুরসভা তঁদের জায়গাটি দান করেন তবে ঐ উৎসব উদ্‌যাপনের দিনই জনসাধারণের কাছে কক্ষ নির্মাণের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নেবার আবেদন জানাতে পারেন। তাঁরা ঠিক করেছেন, উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করবেন। তাতে ব্যবসায়ীমহল থেকে বেশকিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। উৎসাহ ভরপুর তরুণদের দেখে সত্যই ভাল লাগলো। তাঁদের নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবৃত্তি এই প্রতিবেদককে মুগ্ধ করে। উৎসাহী এই তরুণদের সাথে যদি শহরের মানুষ একযোগে এগিয়ে আসেন তবে আর একটি সুন্দর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাণ পেতে পারে এবং ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা দূর হতে পারে।

রহস্য কোথায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকায় চুক্তিতে তিন বছরের জন্য ঘাট দুটি লীজ দেবার ব্যবস্থা করতে পুরপতিকে অনুরোধ জানান বলেও জানা যায়। ডাকের ব্যাপারে বিস্ময়কর দিক হলো, গত বছর যে ঘাট ৫ লক্ষ টাকায় ডাক হয়, সেই ঘাটে এ বছর ২ লক্ষ ৫৫ হাজারের বেশী ডাক উঠলো না কেন? অনেকের অভিমত, ঘাট ডাকের প্রধান শর্ত এনায়েতনগর ডোমপাড়া ফেরী ঘাটে স্টীল বোট রাখার বাধ্যবাধকতা থাকায় সাধারণ ডাককারীরা ডাক তুলতে সাহস পান না। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁদের স্টিল বোটের জন্যই পুরাতন ঘাট মালিকের মুখাপেক্ষী হতে হবে। স্টিল বোটের ভয় দেখিয়ে ঐ সব ঘাট মালিকরা অন্য ডাককারীদের তাঁদের কব্‌জায় রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। সেই কারণেই নাকি ঘাটের নীলাম ডাক

বিশেষজ্ঞ বাড়ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সব বিষয় নিয়ে বহু লেখালেখি করেও লালফিতার বাঁধন ঢিলা করতে বা সরকারী শম্বুক গতিকে গতিসঞ্চার করতে পারেননি। ক্ষুব্ধ রোগীদের অভিমত, যদি আধুনিক চিকিৎসার কোন সুযোগই না পাওয়া যায়, তবে অহেতুক হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করে লাভ কি? তাঁরা আরোও জানান, হাসপাতালে রক্ত লাগলে তা পাবারও কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। বহু ঢক্কা নিনাদিত ব্লাড ব্যাঙ্কটি কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

ফ্রি সেলে নন লোভ এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু ১৬৬

উঠছে না। খবরে প্রকাশ, এই অবস্থা বুঝতে পেরে পুর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঘাট ডাকের সর্তে ষ্টিলবোটের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হবে এবং পুরসভা থেকে এ বছরই একটি ষ্টিলবোট কিনে সেটি ন্যূনতম ভাড়ায় ডাককারীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। তাতে অনেকেই ঘাট ডাকের সাহস পাবেন। জনৈক পুরবাসী মন্তব্য করলেন, পুরসভার এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হলে ঘাট ডাককারীদের মধুচক্রে আঘাত পড়বে। পুরসভার ফেরীঘাটের ডাক কম হওয়ার পিছনে শুধু মাত্র ঘোঁট পাকিয়ে দাম কমানো হয়েছে তাই নয়, এ ব্যাপারে অন্য রহস্যও রয়েছে। অনুসন্ধান করে জানা গেছে—ঘাটের দাম বাড়ার মূলে রয়েছে চোরাচালানচক্রের মাল পাচারের গাড়ী পার করা। কিন্তু বর্তমানে এই ঘাট দিয়ে মাল পাচার অসুবিধাজনক মনে করে চোরাকারবারীরা নিজেদের সুবিধার জন্য দফরপুর ও কাশিয়াডাঙ্গা-গোবিন্দপুর ঘাট দুটিকে বেছে নিয়েছে। তারই ফলশ্রুতি দফরপুর ফেরী ঘাটের গত বছরের ৪৭ হাজার টাকার ডাক একলাফে লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কাশিয়াডাঙ্গা-গোবিন্দপুর ফেরী ঘাটের গত বছরের ১৫০০ টাকার ডাক ২৫০০০-এ উঠেছে। ঐ দুটি ঘাট দিয়ে বাংলাদেশী চোরাই-মাল পাচার হলে জঙ্গিপুর গাড়ী ঘাটের গুরুত্ব তেমন কিছু থাকবে না চিন্তা করেই ডাককারীরা আর ৫/৭ লক্ষ টাকা ডাক করতে সাহস পাচ্ছেন না।

বালির বস্তা তলিয়ে গেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জলে ফেলা হয়। ফলে কল ওজনের বালির বস্তা পদ্মার জলস্রোতে তলিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভাঙ্গনরোধও সম্ভব হয় না। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা আরোও জানান, ফরাক্কা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত 'রাইট ব্যাঙ্ক ডিভার' ডিভিসনের অফিসার ও ইন্‌জিনিয়াররা কাজ তদারকী করা সত্ত্বেও ঠিকাদারী সংস্থাটি নিজের খুশিমত কাজ করেন। যার ফলে জনগণের ২ লক্ষ টাকা জলে গেল এবং তাদের দুর্দশার কোন সুরাহা হলো না।

বাঁধানোর কাজ চলছে শ্লথ গতিতেঃ মিঠিপুর—গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আরো অভিযোগ পাওয়া গেছে, এখানে ভাঙন প্রতিরোধের যে সামান্য কাজ হচ্ছে, তাও চলছে খুব শ্লথ গতিতে। পাথর এসে ঠিক মতো জমা হলেও বাঁধানোর কাজ কোন কারণে যে স্বাভাবিক গতিতে এগোচ্ছে না, তা গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছেন না। তাঁরা ফরাক্কা ব্যারেজের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের বারবার তাগাদা দিচ্ছেন, কিন্তু ফল হচ্ছে না। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সামান্য কাজটুকু শেষ করতে বোধহয় বর্ষা ম শুম চলে আসবে। তখন আখেরে সুবিধা হবে ঠিকাদারের; শোনা যাচ্ছে, মিঠিপুর, খেজুরতলা, গিরিয়া, সেকন্দরা প্রভৃতি গ্রামের লোক ঠিক করেছেন, ভাঙন প্রতিরোধে টালবাহানার প্রতিবাদে তাঁরা এবার নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দেবেন।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারি দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।